ইরাকে তৃণমুল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় ইউএসএআইডি সাহায্য করছে

ডেভিড শেলবি
ওয়াশিংটন ফাইল স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২০শে জানুয়ারী-- ইরাকে জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ দৃশ্যত কষ্টসাধ্য ও জটিল মনে হলেও তৃণমুল পর্যায়ে এক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে ধারণা করা হচ্ছে ইরাকীরা নিজেরাই তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে ইতোমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছে। কোয়ালিশন বাহিনীর নেতৃত্বাধীন সাময়িক সরকার (সিপিএ) ও যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বা ইউএসএআইডি – এর বিভিন্ন বুলেটিন ও প্রকাশনায় এমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপের আর্বিভাবের মাধ্যমে এই ধারণাই পাওয়া যায় যে ইরাকী জনগণ তাদের ভবিষ্যৎ সরকারে সক্রিয় ভুমিকা রাখতে চায়। সিপিএর সাউথ সেন্ট্রাল অফিস থেকে ৭ই জানুয়ারী প্রকাশিত একটি বুলেটিনে বলা হয়েছে যে সম্প্রতি ৭০০'রও বেশী শেখ ও উপজাতীয় নেতারা দাইওনিয়া ও কারবালায় কৃষক সমিতি করার জন্য একমত হয়েছে।

কারবালা কৃষক সমিতি উদ্বোধনের সময় একজন শেখ বলেন, '' এখন থেকে ফসল বিক্রি করে বীজ ও সার সংগ্রহের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমরা নিজেরাই এখন প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কিনতে এবং উৎপাদিত পণ্য মুক্ত বাজারে বিক্রি করতে পারবো।"

পুর্ববতী সরকারের আমলে কৃষকদেরকে রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হতো।

সিপিএ বুলেটিনে বলা হয়, '' কৃষক সমিতি উপজাতীয় নেতাদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ করে দেবে। সেই সাথে গণতান্ত্রিক নীতিমালাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সমিতি সাহায্য করবে।"

কারবালায় একজন শেখ যেমনটা বলেন, '' আমাদের নবী গণতন্ত্র প্রসারের কথা বলেছিলেন, এখন আমাদের সামনে গণতন্ত্র বাস্তবায়নের সুযোগ এসেছে।"

একইভাবে সারা দেশে নারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইরাকী নারীরা নতুন ইরাকের পুনগর্ঠন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণকে আরো বিস্তৃত করার সুযোগ পাচ্ছে। দাইওনিয়াতে সিপিএ অফিসের ৯ই জানুয়ারীর বুলেটিনে বলা হয় সেখানে এ ধরণের একটি নারী কেন্দ্র খোলা হয়েছে। স্থানীয় নারীরা এই কেন্দ্র থেকে পুষ্টি সংক্রান্ত, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাক্ষরতা কর্মসুচী, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

পাচ্ছে। স্থানীয় সমাজের নারীদের ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি কাউন্সিল এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করছে।

ইরাকীরা অবশ্য কেবল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এসব গ্রুপই তৈরি করছে না। তারা বিভিন্ন ধরণের সংলাপ, সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজন করছে যেখান থেকে ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতির সম্ভাব্য রূপরেখা বেরিয়ে আসছে।

সিপিএর একজন মিডিয়া উপদেষ্টা ঘোষণা করেছেন যে দাইওনিয়ার মানবাধিকার ও গণতন্ত্র কেন্দ্র ১৫ই জানুয়ারীতে সাংবিধানিক আইনের উপর একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কেন্দ্রের ইরাকী কর্মীদের আয়োজনে এই কর্মশালায় একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে যেসব অধিকার ও আইনী বিষয়গুলো থাকা দরকার তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইউএসএআইডি-এর ১২ই জানুয়ারীর একটি রিপোর্টে বলা হয়, সংস্থার লোকাল গর্ভনেন্স প্রোগাম (এলজিপি) গ্রাম থেকে প্রাদেশিক পর্যায়ে মোট ৩৩৪টি গর্ভর্নিং কাউন্সিলের সাথে কাজ করছে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা এবং কমিউনিটির বিশেষ চাহিদার প্রতি কিভাবে নজর দেয়া উচিত তা নিশ্চিত হচ্ছে।

রিপোর্টে বলা হয়, '' স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালী ভিত্তির উপরই ইরাকে একটি গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারে। কার্যকর স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ, প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংলাপ আয়োজন এবং স্থানীয় জনগণের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকে উৎসাহিত করে।"

১৩ই জানুয়ারী প্রকাশিত ইউএসএআইডি-এর আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয় গত ৬ই জানুয়ারী ইরাকের আল মুতহান্না প্রদেশের অধীন নাজমেহ শহরের জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথম একজন মহিলা নির্বাচিত হন। বুলেটিনে উল্লেখ করা হয় যে অতীতে জনসমক্ষে মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো বিরল ঘটনা। পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সদস্যের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপুর্ণ নির্বাচনে ইংরেজীর শিক্ষিকা হাইয়াম জাসেম মোহাম্মদ সাত জন পুরুষ প্রার্থীকে হারিয়ে ঐ পদে নির্বাচিত হন।

কাউন্সিলগুলো যাতে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রতি দ্রুত নজর দিতে পারে সেজন্য ইউএসএআইডি এলজিপির মাধ্যমে কাউন্সিলগুলোকে অর্থ সাহায্য দেয়ার কর্মসুচী শুরু করেছে।

ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়, '' কাউন্সিলর, মেয়র ও গর্ভণররা যাতে মুক্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জনগণের দাবীর দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে সেজন্য তাদেরকে কারিগরী সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে। যতদিন না পর্যন্ত কাউন্সিলগুলো বিনিয়োগের জন্য বাজেট বরাদ্দ না পায়, ততদিন পর্যন্ত

অবকাঠামো ও সেবাখাতের পুর্ণগঠন ও সংস্কারে ইউএসএআইডি- এর লোকাল গর্ভনেন্স প্রোগামের তহবিল এই কাজে ব্যয় করা হবে।"

ইউএসএআইডি- এর জানুয়ারীর ৭ তারিখে তাদের অন্য আরেকটি রিপোর্টে কমিউনিটি একশন প্রোগামের (ক্যাপ) অধীনে স্থানীয় নেতাদের বিভিন্ন সহযোগিতা দেয়ার কথা উল্লেখ করে। ক্যাপের আওতায় কমিউনিটির নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় নেতাদের আংশিক অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে।

সংস্থার রিপোর্টে বলা হয় '' কমিউনিটির জনগণের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্থিতিশীলতা আনা ও সমৃদ্ধি সাধনই এই কর্মসুচীর লক্ষ্য। সিপিএ জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এবং তাদের জন্য যেসব বিষয়গুলো অতি জরুরী সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।"

অর্থ তহবিল পেতে হলে স্থানীয় নেতাদেরকে অবশ্যই উচ্চ অগ্রাধিকার সম্পন্ন প্রকল্প জমা দিতে হবে। আর এই প্রকল্প প্রনয়ণের সময় অংশীদারিত্বমুলক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সেইসাথে তাদেরকেও কিছু না কিছু যেমন ভবন, জমি, শ্রম বা নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে।

জানুয়ারীর ৮ তারিখে ইউএসএআইডি- এর এক রিপোর্টে বলা হয় মায়সান প্রদেশের অধীন আল আমারার নিকটবর্তী আল আমারাতের স্থানীয় কর্মকর্তারা স্থির করেন যে তাদের এলাকায় সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হলো ৫৮টি ফ্লাট বাড়ীর প্রায় ভেঙে পড়া সিঁড়ি সংস্কার করা। এইসব ভবনে প্রায় ১০ হাজার ছিন্নমুল আরব বসবাস করছে, যাদের আদিবাস জলাভুমি এলাকায়। খুবই নিম্ন মানের সিঁড়ির কারণে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এখানে দুর্ঘটনা ঘটতো। এমনকি অনেকে মারাও গেছে।

ক্যাপ থেকে ৬৪,৪৫০ ডলার অর্থ সাহায্য নিয়ে স্থানীয় কর্মকর্তারা সেখানকার অধিবাসীদের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কাজ করছে। সব মিলে ক্যাপ ২৩.২ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ৮৮৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

অন্য যে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখে তাহলো গণমাধ্যম। জানুয়ারীর ৮ তারিখে ইউ.এস.এইডের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, '' সাংবাদিকদের লেখনির কারণে জনগণের সম্পদের ব্যবস্থাপনার বেলায় স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা যাতে জবাবদিহিতার পরিচয় দেয় তার জন্য এলজিপি স্থানীয় মিডিয়ার ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য কাজ করতে চায়।"

কয়েক দশক ধরে রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকার পর ইরাকী গণমাধ্যম এখন সম্পুর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। মতপ্রকাশের এই স্বাধীনতার শক্তিকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর গণতন্ত্রের বিকাশের কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ইউ.এস.এইডের এলজিপি প্রোগাম পুরো ইরাক জুড়ে সংবাদপত্র ও সম্প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিকদের

নিয়ে সেমিনার আয়োজন করছে। সরকারী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর নজর রাখার জন্যও সাংবাদিকদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিনাওয়া গর্ভণেটের আওতায় বিভিন্ন এলাকার রেডিও টেলিভিশনের ও সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের নিয়ে সর্বশেষ এ ধরণের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অগ্রযাত্রায় সাংবাদিকদের ভূমিকা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্বেগের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়।

তৃণমুল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সিপিএর হাত থেকে ইরাকীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। আগামী বসন্ত ও গ্রীষ্মের মধ্যে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন করতে ইরাকী গর্ভনিং কাউন্সিল সারা দেশে মোট ২০টি আউটরিচ সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য ইউ.এস.এইডের সাথে কাজ করছে। ইউ.এস.এইডের জানুয়ারীর ৮ তারিখের রিপোর্টে বলা হয় এসব সেন্টার বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করবে, স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করবে। তাছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমের জন্য রিসোর্স সেন্টার হিসেবে কাজ করবে।

(ওয়াশিয়টন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অফ ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগামের একটি প্রকাশনা)

জিআর/ ২০০৪

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov *Ges Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) †hvMv‡hvM Ki"b|*